নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনীতি

গত তিন বছরে কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান বিরূপ প্রভাবের কারণে ২০২৩ সালের বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এখনও অত্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে। World Economic Outlook (WEO), এপ্রিল ২০২৩-এ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ৩.৪ শতাংশ হতে ২০২৩ সালে ২.৮ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৪ সালে ৩.০ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। এ পূর্বাভাস WEO জানুয়ারি ২০২৩ আপডেটের তুলনায় ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং যুদ্ধের প্রভাবে সরবরাহ চেইনে বাধার (supply chain disruption) ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মন্থরতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অর্থনৈতিক মন্থরতা উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যে ভিন্ন হবে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ২.৭ শতাংশ হতে ২০২৩ সালে ১.৩ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৪ সালে ১.৪ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ৪.০ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ৩.৯ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৪.২ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি

২০২১ সালের শুরুতেই বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং কতিপয় বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহামারির সময়কার চাহিদা-যোগানের অসামঞ্জস্যতা এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণে এসব দেশের মূল্যস্ফীতি চরম আকার ধারণ করে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভসহ (ফেড) বিশ্বের অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক একাধিকবার নীতি সুদের হার বৃদ্ধি করেছে। ফেড-এর এ পদক্ষেপের ফলে মার্কিন ডলারের মূল্যের উপচিতি ঘটে। এতে বিভিন্ন দেশের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব বাড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে আমদানি নির্ভর অর্থনীতিসমূহে মূল্যস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পায়। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির হার ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে হ্রাস পাচ্ছে। জ্বালানি তেলসহ পণ্য মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। চাহিদা কমানোর নিমিত্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২১ সাল থেকে সুদের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে, যা মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। বিশ্ব মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালে ৮.৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বার্ষিক গড়), যা হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে ৬.৬ শতাংশে এবং ২০২৪ সালে ৪.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। মূল্যস্ফীতির এ হার মহামারি পূর্বের মূল্যস্ফীতির হারের থেকে বেশি।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যদিও বৈশ্বিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক মন্থর অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রতিভাত হচ্ছে। কোভিড-১৯ পূর্ব ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৮৮ শতাংশ। কোভিডকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৪৫ শতাংশ যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৬.০৩ শতাংশ।

বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়াবে যথাক্রমে ২,৬৫৭ মার্কিন ডলার ও ২,৭৬৫ মার্কিন ডলার। গত ২০২১-২২ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ২,৬৮৭ মার্কিন ডলার এবং ২,৭৯৩ মার্কিন ডলার। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন ডলারের উপচিতি ঘটায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ডলারের হিসাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে টাকার অংকে মাথাপিছু জাতীয় আয় পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭০,৪১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.৭৮ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৭৩.৯৮ শতাংশে দাঁড়াবে। একই

সময়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র ৩১.২৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যার মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৬১ শতাংশ এবং ২৩.৬৪ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালী হলেও সরবরাহ চেইনে সমস্যা থাকায় বিশ্ব চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্যাতা দেখা দিয়েছে। ফলে ২০২১ সালের শুরু থেকেই বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলসহ সকল প্রকার পণ্য মূল্যে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরো বেগবান হয়েছে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১৫ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। এর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৬.০৫ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৬.৩১ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে এপ্রিল ২০২৩-এ মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৯.২৪ শতাংশ, যা এপ্রিল, ২০২২-এ ছিল ৬.২৯ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওএমএস-এর আওতা বৃদ্ধি এবং প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা স্বল্প মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে শুল্কহ্রাস এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.২৭%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৮,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০০%)। অর্থ বিভাগের আইবাস++ ডাটাবেজ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৩৬,০৩৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৫১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৯২ শতাংশ বেশি। এনবিআর এর হিসাব অনুযায়ী এসময়ে এনবিআর কর্তৃক ১,৯৬,০৩৯.৯৫ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫২.৯৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৯২ শতাংশ বেশি।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১১.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬০,৫০৭ কোটি (জিডিপি'র ১৪.৭৬%) টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,২৭,৫৬৬ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যাতীত), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৩৮ শতাংশ বেশি। রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় চলমান সংস্কার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সরকার সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৬ শতাংশ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি, চাহিদাজনিত চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে অনুৎপাদনশীল খাতে আর্থিক প্রবাহ নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। মুদ্রানীতিতে সতর্কতামূলক সংকুলানমুখী মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করার ফলে আগামী দিনে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের চাপ প্রশমন করা যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। জাতীয় বাজেটে ঘোষিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। মুদ্রানীতিতে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১১.৫০ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৮.৫ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ ব্যাপক মুদ্রা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৭৭ শতাংশ এবং ১৫.৫৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল যথাক্রমে ৯.৪৫ শতাংশ এবং ১৩.২৩ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৩.৮৭ শতাংশ ও ১২.১৪ শতাংশ, যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে উক্ত খাতে প্রকৃত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ২৮.৯৪ শতাংশ ও ১০.৮৭ শতাংশ।

সাম্প্রতিককালে ঋণ এবং আমানতের সুদ হারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঋণের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২২

শেষের ৭.১০ শতাংশ থেকে মোটামুটি স্থির থেকে জুন ২০২২ শেষে ৭.০৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে ৭.২৭ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, আমানতের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ৪.০২ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৩.৯৭ শতাংশে দাঁড়ালেও পরবর্তী কালে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে ৪.৩১ শতাংশে পৌঁছায়। বাজার ভিত্তিক সুদ হার সমূহ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার কয়েক দফায় বৃদ্ধিকরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত তারল্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে উভয় পুঁজি বাজারে মূল্যসূচকে কিছুটা অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় পুঁজি বাজারের বাজারমূলধন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ এর তুলনায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৪৭.৩৬ শতাংশ এবং ৬৭.১৫ শতাংশ। একই সময়ে ডিএসই এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) এবং সিএসই এর সার্বিক মূল্য সূচক হ্রাস পায় যথাক্রমে ২.৫১ শতাংশ এবং ২.১৪ শতাংশ।

আইএমএফ-এর আউটলুক, জানুয়ারি ২০২৩ আপডেট-এ বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা বাণিজ্য ২০২২ সালের ৫.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে ২.৪ শতাংশে এবং ২০২৪ সালে ৩.৪ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ, ২০২৩-এ রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪১,৭২১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.০৭ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সময়ে আমদানির (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২,৭১৩.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৩১ শতাংশ কম। আমদানি ব্যয় হ্রাসের অন্যতম কারণ হলো সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ। উল্লেখ্য, গত ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩৪.৩৮ শতাংশ ও ৩৫.৯৩ শতাংশ। এছাড়া, জুলাই-এপ্রিল, ২০২৩ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৭১৮.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে ।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৮২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২২,৪৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মূলতঃ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৭৯ শতাংশ। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১২.৯৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে ৪,৩৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একই সময়ে, মূলধন ও আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৭,৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমান ছিল ২,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ১৮ মে ২০২৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩০.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন শেষের তুলনায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ১১.৪৭ শতাংশ অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের প্রবাহের পরিমাণ ছিল ১০,৯৬৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অথর্বছরের তুলনায় ৩৭.৯৭ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের প্রবাহের পরিমাণ হলো ৪,৮৭৬.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৩৩ শতাংশ কম। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ৫৯,২১৩.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। চলমান এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৮৪.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৫৮.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩০.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ১৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ১২,৬৬০.৭৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৮,৮৩৪.২১ কোটি টাকা। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিখাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩০,৯১১ কোটি টাকার মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২১,০৬৬.৫১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.১৫ শতাংশ। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। পূর্ববর্তী অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৭.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিবিএস এর শিল্প উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Industrial Production) অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন সূচকের তুলনায় ৭.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তথা এসএমই খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১১,২৪,১৯৩ টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ২,২০,৪৮৯.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ১,৪৭১০২ টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১০,৩৫৫.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিক অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৮০,৯৩৫.৩৯ কোটি টাকা।

বর্তমানে (জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বৃদ্ধি পেয়ে ২৬,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৪,৭৮২ মেগাওয়াট (১৬ এপ্রিল,২০২২) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুতের মাথাপিছু উৎপাদন (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) প্রায় ৬০৯ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২টি ইউনিটে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুrকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মধ্যে যথাক্রমে ১ম (১,২০০ মেগাওয়াট) ও ২য় (১,২০০ মেগাওয়াট) ইউনিটের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। অপরদিকে ১০২৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য হয়েছে মোট ১৪,৫৪৭ সার্কিট কিলোমিটার। সরকার বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে (জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬,২৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.৪৫ কোটিতে পৌঁছেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৫৯ শতাংশ পুরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৮টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট প্রাথমিক গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৪০.২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৮.৬২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.৯৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে, জানুয়ারি ২০২৩ এ উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৮.৬৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির লক্ষ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীর নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে দুইটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করেছে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬কিলোমিটার দীর্ঘ ১৫. পদ্মা সেতু গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া, গত

২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেট্রোরেল উদ্বোধন করেছেন এবং ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে উত্তরা-আগারগাঁও অংশে মেট্রোরেল নিয়মিত চলাচল করছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে গৃহীত মেগা প্রকল্পসমূহ, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি), ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু টানেল ও অনুরূপ প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। প্রায় ৩,১০১ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩ টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। নিরাপদ নৌ চলাচল ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরীখে উদ্ধারকার্য পরিচালনাসহ দেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এস্টাবলিস্টমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২১ টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২২,৭৬,৭৩৭ জন যাত্রী ও ৪৩,৯৭৫ টন কার্গো পরিবহন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত দেশে মোট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.২৬ কোটি ও ১২.৫০ কোটিতে।

সম্প্রতি প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report, 2022/2023) অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ ১৯১টি দেশের মধ্যে ১২৯তম অবস্থানে রয়েছে। পূর্ববর্তী ২০২০-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৩তম। অর্থাৎ, এসময়ে বাংলাদেশের অবস্থানের চারধাপ উন্নয়ন ঘটেছে। সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটের প্রায় ২৩.৮৮ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছে। বর্তমানে (২০২১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ৯৭.৪২ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বিদ্যমান দারিদ্র্যর হার ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে প্রকাশিত বিবিএস খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০২২ সালে দারিদ্রের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশ। চরম দারিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,১৩,৫৭৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৫৫ শতাংশ।

সরকার বেসরকারি খাতের প্রসার ও এই খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ধরণের নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ এবং বিনিয়োগ সহজীকরণের জন্য বিশেষ কর্তৃপক্ষ গঠন। ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার ১৫০টির ও বেশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ অনলাইন ভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে বিডা ৪৩টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে, যার আওতায় ২৩টি সংস্থার ৬৩টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২ সালে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ (নীট) দাঁড়িয়েছে ২,৬৫৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সময়ে বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ (স্থানীয় ও

বৈদেশিক) খাতে মোট ৬৭২টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ৭৫৬,৮৩৬ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৪৫২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬,২৯৬.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৫৫.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার,যা লক্ষ্যমাত্রার (৩৩০ মিলিয়ন) ৭৭.৫২ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ৪,৮৬,৩০৪ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,১০,০০০ জন। ইপিজেডে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকের ৬৬ শতাংশ নারী, যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, মোট ৭৮টি পিপিপি প্রকল্পের মধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের সাথে ১৭টি পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১০টি অঞ্চল বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ২৯টি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), ২০০৯ প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হালনাগাদকৃত BCCSAP-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। অধিকন্তু, সরকার UNFCCC-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৫০ বা National Adaptation Plan of Bangladesh (NAP) 2023-2050 প্রণয়নপূর্বক বিগত ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৫০-এর ভিশন হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করতে সক্ষম কার্যকর অভিযোজন নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি গঠন। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট ৩৯১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ পর্যন্ত ৮৫১টি (সরকারি-৭৯০টি, বেসরকারি-৬১টি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৫২৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এসব প্রকল্প প্রাথমিক অবস্থায় পাইলট আকারে বাস্তবায়িত হলেও স্থানীয় জনগন সামাজিকভাবে এর সুফল ভোগ করছে।